কালের কণ্ঠ

তারিখ 21 DEC 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বাকৃবি শিক্ষকদের 'প্রকল্পপ্রীতি'

আবুল বাশার মিরাজ, বাকৃবি ▷

দেশের কৃষিশিক্ষা ও গবেষণার কথা এলেই যে প্রতিষ্ঠানটির নাম প্রথমে চলে আসে তা হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)। ময়মনসিংহ শহর থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে এক হাজার ২৫০ একর জায়গার ওপর গড়ে ওঠা বাকৃবির ছয়টি অনুষদের আওতায় ৪৩টি বিভাগের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ছয়টি অনুষদে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছয় হাজারের বেশি। এসব শিক্ষার্থীকে পাঠদানের জন্য শিক্ষক রয়েছেন ৫৬৯ জন। এর মধ্যে অধ্যাপক ২৭০ জন, সহযোগী অধ্যাপক ১০৭, সহকারী অধ্যাপক ১৩৯ ও প্রভাষক ৪৬ জন।

দেশের কৃষিভিত্তিক উচ্চশিক্ষার নেতৃত্ব দিচ্ছে প্রাচীন এ বিদ্যাপীঠ। বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সিস্টেমের (বাউরেস) অধীনেই গত তিন দশকে দেড় হাজারের বেশি গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করেছে বাকৃবি। চলমান রয়েছে আরো ২৫০টির বেশি প্রকল্প। এর বাইরে ব্যক্তিগতভাবেও নানা প্রকল্পে যুক্ত আছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। এসব প্রকল্পের কারণে শিক্ষকদের মনোযোগে ঘাটতি দেখা গেছে শ্রেণিকক্ষে। পাঠদানে তুলনামূলক কম সময় দিচ্ছেন শিক্ষকদের কেউ কেউ। যদিও উচ্চশিক্ষায় গবেষণা ও পাঠদান সমানতালে চলার কথা রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, প্রণোদনা ও আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সুবিধা থাকায় শিক্ষকরা ব্যক্তিগত চেষ্টায় বিভিন্ন ধরনের গবেষণা প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। একজন শিক্ষক একই সময়ে একাধিক প্রকল্পের সঙ্গেও যুক্ত হচ্ছেন। এতে শ্রেণিকক্ষে নিয়ম করে সময় দিতে পারছেন না তাঁরা। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক না পেয়ে ক্লাস না করেই শিক্ষার্থীদের ফিরে যেতে হচ্ছে অনেক সময়। আবার জুনিয়র শিক্ষক দিয়ে ক্লাসগুলো চালিয়ে নেওয়ারও বিস্তর অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কালের কণ্ঠ'র অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রায়ই এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদীয় শিক্ষার্থীদের। অনুষদের একজন শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানায়, সপ্তাহখানেক আগে নির্ধারিত সময়েই শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হয়েছিল শিক্ষার্থীরা। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর শিক্ষককে ফোন করলে প্রকল্পের কাজে ব্যস্ত থাকায় ক্লাস নেবেন না বলে জানান তিনি। অথচ ক্লাস না নিলে তা নোটিশের মাধ্যমে জানানোর নিয়ম রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সব বিভাগেই এ ধরনের সমস্যা কমবেশি আছে। তবে ভেটেরিনারি, কৃষি ও পশুপালন—এই তিন অনুষদের বিভাগগুলোয় সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করেছে। কৃষি অনুষদের এক শিক্ষার্থী বলে, 'উন্নত পাঠদান নিশ্চিত করতে আমাদের বিভাগে প্রতিটি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের শাখা করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি শাখায় আলাদা ক্লাস নেওয়ার কথা। যদিও আমাদের বিভাগের একজন জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক প্রকল্পের অজুহাতে সব সেকশনের ক্লাস একসঙ্গে নেন। এতে ক্লাসে একধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া অনেক সময় নিজে না এসে জুনিয়র শিক্ষকদেরও পাঠান শ্রেণিকক্ষে।'

তবে এ ধরনের সমস্যা থাকলেও তা খুব বেশি মাত্রায় নয় বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সচ্চিদানন্দ দাস চৌধুরী। তিনি বলেন, 'আমি একটি ফ্যাকাল্টির ডিন ছিলাম। আমিও এ ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি। শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকেও এ ধরনের কিছু অভিযোগ আছে। তবে সেটি খুব বেশি নয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ইন্টারেকশনের মূল জায়গা শ্রেণিকক্ষ। এর পরও কিছু শিক্ষকের ক্লাসে যেতে উদাসীনতা রয়েছে। এটি অনাকাঙ্ক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও বিভাগীয় প্রধানদের মনিটরিংয়ের মাধ্যমে এ সমস্যা দূর করা যেতে পারে। শিক্ষকরা জবাবদিহির ঊর্ধ্বে বলে আমি মনে করি না।'

এদিকে পাঠদানের চেয়ে গবেষণায় শিক্ষকদের মনোযোগ বেশি হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গবেষণা প্রকল্প কমছে। যদিও গবেষণায় বরাদ্দ বাড়ছে ধারাবাহিকভাবে। ইউজিসির তথ্য বলছে, ২০১৪ সালে বাকৃবির গবেষণা খাতে বরাদ্দ ছিল এক কোটি ৯৮ লাখ টাকা। সে বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গবেষণা প্রকল্প ছিল ২৩৮টি। পরের বছর গবেষণায় বরাদ্দ বেড়ে দুই কোটি ১০ লাখ টাকা হলেও প্রকল্প সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২১০টি। গবেষণা প্রকল্প কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতাকে দায়ী করছেন শিক্ষকদের কেউ কেউ। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবুল হাশেম বলেন, 'গবেষণা করতে গিয়ে আমি দেখেছি প্রয়োজনীয় অনেক যন্ত্রপাতি আমাদের এখানে নেই। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য স্যাম্পল নিয়ে ঢাকায় যেতে হয়। এতে অর্থের পাশাপাশি সময়েরও অপচয় হয়।' এসব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে বাকৃবিকে বিশ্বমানে নিয়ে যেতে আরো বেশি অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন বলে মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আলী আকবর। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের কৃষি খাতে আজ যে সাফল্য, তার পেছনে নিরলসভাবে কাজ করেছেন বাকৃবির শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। গবেষণার মাধ্যমে পরিবেশ উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ কৃষক পর্যায়ে তা দ্রুত হস্তান্তর করার জন্যই এই বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করে যাচ্ছে। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কৃষি খাতের উন্নয়নে বাকৃবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।'

এদিকে ৫৬ বছরের পুরনো এ বিশ্ববিদ্যালয়টি তথ্য-প্রযুক্তি সেবাও এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি। হলগুলোয় ইন্টারনেটের গতি অত্যন্ত ধীর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হলের শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান বলেন, 'অ্যাসাইনমেন্ট ও বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় বই ডাউনলোড করা বা ই-মেইল পাঠানোর সময় বারবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হতে হয়। তাই বাধ্য হয়ে মোবাইল কম্পানির চড়া মূল্যে ইন্টারনেট প্যাকেজ কিনতে হয়। আবার বিশ্ববিদ্যালয়কেও প্রতি সেমিস্টারে ১২০ টাকা করে দিতে হয়।'